জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 5th Dec. 1951 | ২৮শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

দেশ সেবার সুযোগ

—•—

চিরদিনই দেশ সেবার অছিলা করিয়া যশ, মান, অর্থ লাভের আশায় যে কোনও শাঁসালো প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার আশায় নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক শ্রেণীর লোকের নেশা ও পেশা। বিশেষ করিয়া আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচনে প্রার্থী হওয়া অত্যন্ত লোভনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে একটী সভ্য পদ লাভ যেন স্বর্গের সিংহাসন লাভের মত কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই এই সেবা-কার্য্যের জন্য কায়-মন-প্রাণে যেন বিনিদ্র যামিনী যাপন করিতেছে। দেশে স্বাধীনতা আনিয়াছে কংগ্রেস আর মোসলেম লীগ একত্রযোগে দেশ সেবা করিয়া। ফলে দুই দলে দেশকে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া আপন আপন অংশের সেবা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। কাশ্মীর প্রদেশের সেবা-কার্য্য লইয়া এই দুই সরিকের এখনও ঠেলাঠেলি থামে নাই। সালিশ মধ্যস্থ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে ইঙ্গ মার্কিন চালিত রাষ্ট্র সঙ্ঘ।

এবার ভারত ইউনিয়নের সেবা-কার্য্যের জন্য কংগ্রেস, দল ছাড়া কংগ্রেসী দল নব নব নামকরণে, আরও কত দল, কত ছুটো স্বতন্ত্র ব্যক্তি সেবকের গদি দখলের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দই যেমন কোন গোয়ালাই টক বলে না, যেমন সব চানাচুরওয়ালারই এক ডাক—"চানাচুর গরমা গরম;" তা সে চানা ২।৩ দিন আগেকার ভাজা হইলেও গরমা গরম ডাক সে দিবেই। তেমনি নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে নানা আশা দিয়া নানা জন তার বাক্সে ভোটের কাগজখানা ফেলবার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছে। নূতন নূতন দলের মধ্যেও পুরোণো খাঁটী কংগ্রেসী (দলছাড়া) লোক আছে, যারা আজ কংগ্রেসের নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ। তারা কংগ্রেসকে আজ ধনীর প্রতিষ্ঠান, কালাবাজারীর সহায়ক, দুর্নীতির পরিপোষক বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—বাপুহে তোমরা তো এত দিন সেই দলেই ছিলে, কই তোমরা দুই একটা দুর্নীতকে পাকড়াও ক'রে নাস্তা নাবুদ করলে না কেন? না তখন তোমরাও কর্ত্তাভজার দলের ভজন গাইতে বেশ আরাম পাইতে? সত্যিকার ত্যাগী নিঃস্বার্থ দেশসেবক সুভাষচন্দ্রকে এই কর্ত্তাভজা ভণ্ডের দল এক দিন কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে নামাইবার জন্য সব এক জোট হইয়া কি কায়দাই না খেলেছিল। সুভাষচন্দ্রের যশ, মান, চাপা দেওয়া উদরপন্থীদের কর্ম্ম নয়। আজ সেই গোঁড়া কংগ্রেসীরাই কংগ্রেসের অপবাদ জোর গলায় ঘোষণা করিয়া সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

এক এক জনের দেশ সেবার আগ্রহ এত বেশী যে মনোনয়ন পত্র নাকচ হওয়ার জন্য হাইকোর্টে মামলা রুজু করিতেও ইতস্ততঃ করে না।

যে কয়জন এই ভোট যুদ্ধে নির্ব্বাচিত হইবে তাহারা ছাড়া বাকী সব দেশসেবার প্রবৃত্তি আবার পাঁচ বৎসর বা সাত বৎসর মুলতুবী রাখিয়া যখন পরের নির্ব্বাচন হইবে তখন একবার সেবকের ভূমিকা অভিনয় সুরু করিবে। যখন দেশের লোক দেশ সেবার সুযোগ দিল না তখন কি করা যায়। তাহাদের ধারণা যে এই সব লোভনীয় তক্তে উপবেশন ছাড়া দেশ সেবার আর কোনও পন্থা নাই।

দশের কাজ করিবার জন্য উৎসুক এক ব্রাহ্মণের পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিত্য দেশের কাজ করিয়া, তবে জল গ্রহণ করিতেন, তাঁর কথা সকলকে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। হেয়ার ইস্কুলের মধ্যে কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনের ভোট লওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণ গেটের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের বলিতেছে—পাড়ার কয়েকজন লোকের কথায় আমি এই কুকর্ম্ম একবার করেছিলাম। যারা দাঁড়াতে বলেছিল, সেই শা—রাই আমাকে ভোট দেয়নি। আমি পেয়েছিলাম মোটে ১১ ভোট। একটুকুও লজ্জা হয়নি। যার ভোট সে যদি আমাকে না দেয়, তবে কি গলায় দড়ি দিব, না আফিং খাব। এমন নোঙড়া কাজ আর নাই, যাকে ছুলে গঙ্গাস্নান করতে হয়, শা—রা আমাকে তাদের দুয়োরেও নিয়ে খোসামোদ করিয়েছে। দুনিয়ায় আমার চেয়ে লেখাপড়া জানা উপযুক্ত কত লোক আছে। আমাকে ভোট দিবে কেন? আমি ফেল হ'য়েও রোজ দেশের কাজ করি—বৌবাজারের আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে ডান দিকের ফুট পাত ধ'রে একটি ছোট্ট চুপড়ি নিয়ে চলি। যত কলার খোসা, আমের খোসা, যাতে পা পিছলে কত লোক জখম হয়, আমি তাই সব কুড়িয়ে চুপড়ি ভরলে ডাষ্টবিনে ফেলে দিই। শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে অন্য ফুটপাত ধ'রে আমি চুপড়ি নিয়ে দেশের কাজ করি। আবার যেখান হ'তে যাত্রা করেছিলাম সেইখানে অপর ফুটপাতে কাজ শেষ করি, বাড়ী যাই, স্নান আহার করি। আবার পরদিন ঐ কাজ করি। আমার আপিস রবিবারে বন্ধ থাকে না। যেদিন অসুখ করে নিজের মনে মনে ছুটি নিই। পরে আমাকে ভোট দিয়ে সুযোগ ক'রে দিবে তবে আমি দেশের কাজ আর দশের কাজ করবো। এতে কত যে মতলব আছে তা ওরাই জানে। পরের ভোট না নিয়ে বিয়ে করেছি, ছেলে পিলে হ'য়েছে, তাদের বিয়ে পৈতে দিচ্ছি আর দেশের কাজের জন্য পরের ভোট নইলে চল্‌বে না, এ কাজে যাওয়া আমার একবারেই আক্কেল হ'য়েছে।

শোক সংবাদ

—•—

জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার মনিগ্রাম নিবাসী নৃপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় গত ১৮ই অগ্রহায়ণ বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও অনেকগুলি শিশুসন্তান রাখিয়া মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশ্বাস মহাশয়ের মত আদর্শ চরিত্রের লোক বর্ত্তমানে বিরল। তিনি কাশিমবাজারের রাজা কমলারঞ্জনের মহালে তহশীলদার ছিলেন। সাধারণতঃ তহশীলদারেরা প্রজাদের নিকট দেয় খাজানা বাদে নিকাসী পার্ব্বণী আদায় করে।

বিশ্বাস মহাশয়ের হাত অন্যায় আদায়ের জন্য কখনও প্রসারিত হয় নাই। প্রজারা তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল। বিশ্বাস মহাশয় একজন সত্যকার ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের এবং শোকার্ত্ত বন্ধুবান্ধবের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুতী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের
ভোটারগণের প্রতি
নিবেদন

আমি স্বতন্ত্র-প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যপদপ্রার্থী। আমার প্রতীক-চিহ্ন **বাই-সাইকেল**। জন-সমর্থন আমার কাম্য।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী, নিমতিতা

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে,—আপনারা আমার বিনা অনুমতিতে আমার পিতা স্বর্গীয় নন্দলাল পাল মহাশয়ের ত্যক্ত অনুপনগর মৌজার ২৭১১নং ও ৭৭৩নং খতিয়ানের অন্তর্গত ৬৬০৬।৬৬০৭।৬৬০৮ ও ৬৬১২নং দাগের উপর অনধিকারে কেহ স্বত্ব বা দখলের কার্য্য করিবেন না। যদি কেহ ঐরূপ কার্য্য করেন তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ অনধিকার বশতঃ নিজ দায়িত্বে করিবেন। ঐরূপ কোন কার্য্যের জন্য কেহ তবিষ্যতে কোন খরচা বা ক্ষতি পূরণাদি আমার নিকট দাবি করিতে পারিবেন না; অধিকন্তু তাহাতে আমার যাহা ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং জবর দখলকারীকে আদালত আশ্রয়ে উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইব। ইতি সন ১৩৫৮।তাং ১৩ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীসত্যচরণ পাল।
একমাত্র একজিকিউটার, রঘুনাথগঞ্জ

আমাদের ত্যাগ

পুরাণেও দেখ আছে মোর নাম
শিবের বাহন ষণ্ড,
মোরা না থাকিলে ভাতের আধার
কৃষি কাজ হতো পণ্ড।
মায়ের দুগ্ধে অধিকার নাই,
সব দুহে নেয় লোকে।
মোর খাদ্য কেড়ে, ভরে লোক কেঁড়ে,
বাঁধা থেকে দেখি চোকে।
টানি হাল, গাড়ী, পাচনির বাড়ি
লেজেতে মোচড় খাই,
মুক্তবিহীন ক'রে আমাদের,
দামড়া বানায় প্রায়।
নাসিকা ফুটায়ে, দড়ি পরাইয়ে
নাথিয়া মোদের রাখে,
কষ্ট দিয়ে প্রাণে ইচ্ছামত টানে
সে দুখ বলিব কা'কে!

বিচালী ও ভুষি, দিয়ে রাখে খুসি,
মালিক কল্পতরু—
রাগে উঠে রুখে, নিজের গরুকে
বলেন শালার গরু।
মানুষের তরে মার দুধ ত্যজি—
হাল টেনে খাই গুতো,
নরচর্ম্ম কোন কাজে নাহি লাগে,
মোর চর্ম্মে হয় জুতো।
মানুষের মাঝে শতকরা আশী
আখর নাহিক পেটে,
ভোটে দাঁড়াইলে তাদের ভোটতো
আমাদেরই একচেটে।
স্বাধীনতা দেশে এনেছে যাহারা
তাদের প্রতীক মোরা,
ছাপান ছবিও দেখে লাজে মরি
নাথ দিয়ে নাক ফোঁড়া!

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৬৩১ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং অমিয় মোহন রায় দিং দাবি ৪৭৸৩ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৩-২৪ শতকের কাত ৩৪৲ আঃ ৪০৲ খং ৫১৫

৫৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং উমাচরণ দাস দিং দাবি ১৩৪৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভবানীপুর ১১-৪৮ শতকের কাত ২৫।১১ আঃ ৪০৲ খং ১১

৬২৬ খাং ডিঃ হাতিমন বেঙ্গানী দেং ইমামুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ১৮/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিদাই-গাছি ২৮৯ শতকের কাত ৪।/০ আঃ ১০৲ খং ২৪

৬২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫।৵৯ মৌজাদি ঐ ১৯৪ শতকের কাত ২৸৫ আঃ ৮৲ খং ২৪

৬২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২।/৯ মৌজাদি ঐ ৭৩ শতকের কাত ১৵০ আঃ ৫৲ খং ২৫

৬২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৸৯ মৌজাদি ঐ ২০৩ শতকের কাত ৩৲১৮ আঃ ৮৲ খং ২৪

৬৩০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩।/৯ মৌজাদি ঐ ৮০ শতকের কাত ১।/০ আঃ ৪৲ খং ২৬

৬৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৸৵৯ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ১৲ আঃ ২৲ খং ২৭

৬২০ খাং ডিঃ গোপেশ্বর মিশ্র দেং সিন্ধুবালা দাসী দাবি ১৩।৵৩ থানা সুতী মৌজে ইচালপাড়া ৵৩।৵০ কাঠার কাত ৩।৵০ আঃ ৫৲ খং ১৮৭৫

৪০৫ খাং ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেং উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দাবি ২৫৲ থানা সুতি মৌজে ভাবকী ৮০ শতকের কাত ১৸/৬ আঃ ৫৲ খং ৬৯৭

৬৫৮ খাং ডিঃ হাতিমন বেঙ্গানী দিং দেং আইমন বিবি দিং দাবি ২৪৵৬ থানা সুতী মৌজে মহেসাইল ৪২ শতকের কাত ২৸০ আঃ ৫৲ খং ১২৬৭

৬৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং মজিদ সেখ দিং দাবি ২১।৵৯ মৌজাদি ঐ ৩৭ শতকের কাত ২॥৵০ আঃ ৫৲ খং ১২৭১

৪৯৭ খাং ডিঃ শ্যামাপদ সাহা দিং দেং কালীপ্রসাদ ভর দাবি ১৭৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নূতনগঞ্জ ৩৭ শতকের কাত ৪৲ আঃ ৫৲ খং ১৭১ কোর্ফাস্বত্ব

৬৭১ খাং ডিঃ অজিতকুমার রায় দিং দেং কমলাসুন্দরী দেবী দাবি ১৫৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী ২৩ শতকের কাত ১।১৫ আঃ ১০৲ খং ৩৭৮

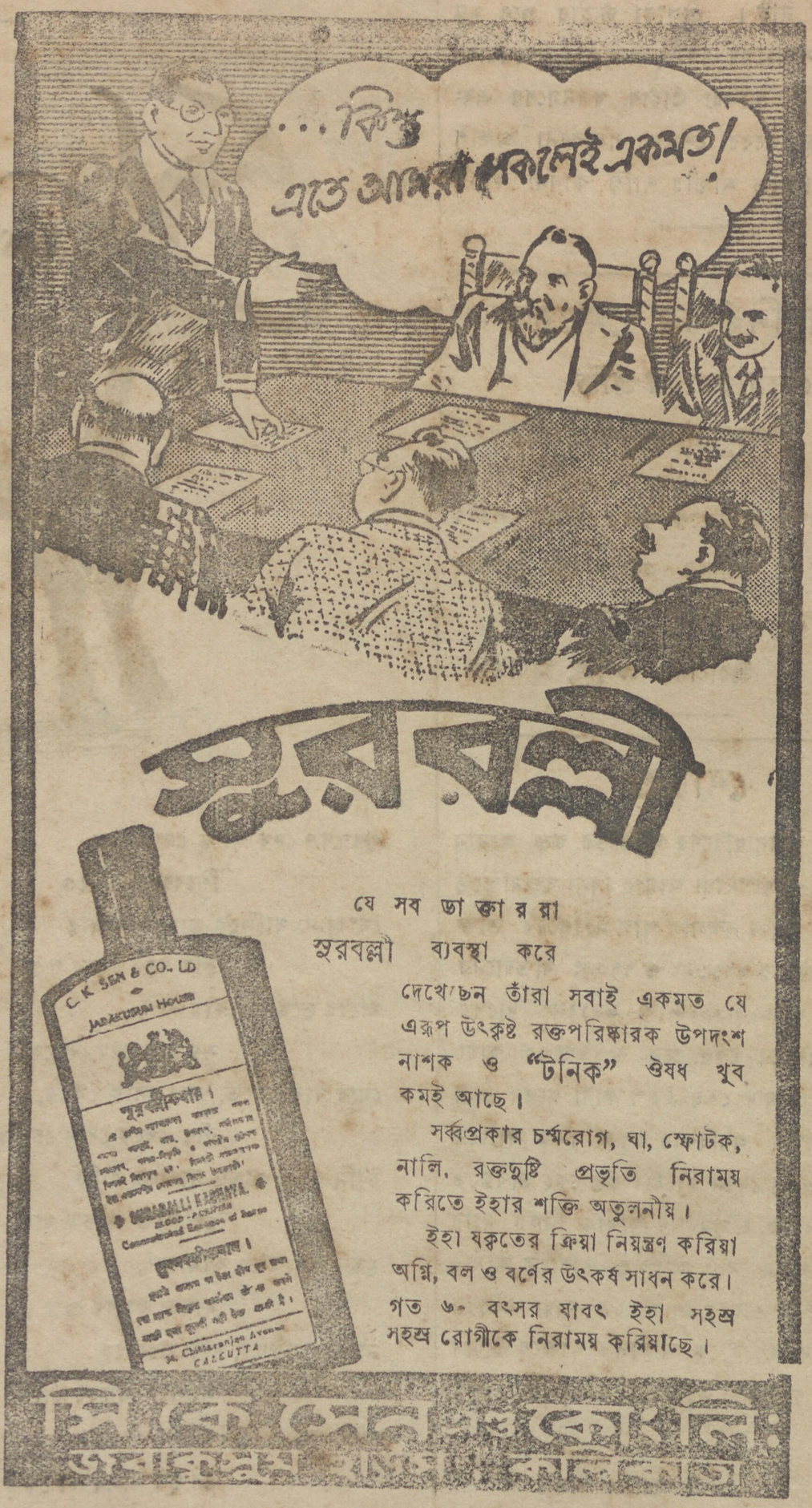

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত